



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 292 - 298

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ভগীরথ মিশ্রের ‘বনেদিয়ানা’ : কৌতুকের মোড়কে আভিজাত্যের গৌরব

চৈতালী বিশ্বাস

গবেষিকা, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত

Email ID: chaitalibiswas78996@gmail.com

 0009-0004-5791-0379

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

short story,
rural life,
urban life,
aristocratic
lineage,
aristocracy,
simplicity,
honesty,
humour.

Abstract

The decade of the 1970s marks a phase of intense transition in the evolution of the Bengali short story. Within this dynamic socio-literary milieu, a group of writers infused new perspectives into short fiction by breaking away from the confines of routine life. Their narratives turned towards the inner world of rural society, examining the thoughts, customs, everyday practices, and inherited notions of lineage and aristocratic pride that shaped village life. Bhagirath Mishra himself acknowledged that the historical forces which instilled a spirit of resistance among the writers of the 1970s and 1980s also shaped his own creative consciousness, as he was inevitably a product of that era.

In Mishra's short stories, content and technique are deeply rooted in the soil, consistently carrying the scent of rural life—an approach that may be described as a form of comprehensive naturalisation. Mishra maintains that village life continues to exist distinctly apart from urban culture, with visible differences in behaviour, language, and social values. This distinction is vividly portrayed in *Banediayana (Aristocratic Lineage)*, where impoverished and physically weakened characters cling desperately to the remnants of their ancestral prestige. Like a dying lamp struggling to stay lit, they engage in daily struggles merely to protect the illusion of lineage, while grappling with the harsh realities of hunger and deprivation.

The narrative texture of *Banediayana* evokes an archaic rural atmosphere, steeped in the earthy essence of a fading past. The sustained use of humour enhances the aesthetic depth of the story. While Dinanath remains emotionally invested in preserving the fragile honour of aristocracy, his daughter openly recognises their ordinariness. In this context, aristocracy emerges as a superficial mask—concealing inner hardship rather than providing genuine dignity. Through this portrayal, Bhagirath Mishra critiques a stagnant rural society that survives on hollow pride and unproductive aristocratic nostalgia. As he reflects, “What is visible is only a fragment;

beyond it lies an unseen expanse, without which perception remains incomplete and unreal.”

The narrative gradually uncovers the stark poverty hidden beneath the façade of rural aristocracy. The female protagonist is brought down from imagined ideals to lived reality, allowing her to dismantle her father’s illusions of grandeur and redefine simplicity as a narrative strength. Consequently, inherited pride loses its significance when confronted with authenticity and honesty. Ultimately, the story advocates progression through acceptance of present realities, while the past lingers merely as a faint, ironic memory. By rejecting elitist notions of purity and superiority, the narrative arrives at a natural, humane sensibility that resonates throughout the text. Through the central characters, Mishra subtly yet powerfully articulates his inner vision with artistic finesse.

Discussion

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাংলা ছোটগল্প জীবনের বিচিত্র রস প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকেই ছোটগল্পের নানা রূপরেখা প্রকাশ। বিভিন্ন লেখক ছোটগল্পের বিভিন্ন শাখা নিয়ে গবেষণা চালান। জীবনের বহু সমস্যা, সমাজের নানাবিধ সমস্যা ছোটগল্পের আলিতে গলিতে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের বিভিন্ন ধারা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সহজ সরল কখনো তা জটিল। প্রতি নিয়ত নতুন হয়ে উঠেছে বিভিন্ন লেখকের হাতে, ভগীরথ মিশ্র তেমনি একজন গল্পকার যার লেখনীর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই বৈচিত্র্যের আনন্দ। গল্প লেখার এমন অভিনবত্ব এমন দূরদৃষ্টি গ্রামীণ-নাগরিক সমাজ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের দ্বন্দ্ব সাধারণ তুচ্ছাতুচ্ছ ঘটনা বিভিন্ন পেশার কথা তাঁর গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

বিশ শতকের সত্তরের দশকের লেখক ভগীরথ মিশ্র। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার তথা দেশের এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণও বটে ভগীরথ মিশ্রের নিজের কথাতেই আমরা জানতে পারি -

“সময়ের যে অভিঘাত সত্তর-আশির গল্পকারদের চেতনায় এনেছে বিরুদ্ধ স্রোত, ব্যক্তিগত আমিও ঐ সময়কালের ফসল হিসেবে, তার থেকে রেহাই পায়নি।”^১

উত্তাল সত্তরের দশক সেই সময়, সংকটময় সেই কালবেলায় শৈশবের সিন্দুকের ডালা একের পর এক খুলতে লাগলেন ভগীরথ মিশ্র। সত্তরের দশক একই সঙ্গে নতুন প্রতিশ্রুতি আবার ব্যর্থতার। শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল কিছু মানুষ এই দশকের সূচনায়। গ্রামের বাতাসে তখন বারুদের আর লাশের গন্ধ। নানাবিধ উত্থান পতনের পরিবেশ চারিদিকটাকে কলুষিত করে তুলেছে। এই উত্তাল পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছিল এক ছোটগল্পের পটভূমি -

“সত্তরের দশক স্ববিরতা ও প্রতিষ্ঠানিকতাকে বর্জন করে ভেঙে দিতে চেয়েছিল বিরাট জাদু আয়নার মোহজাল। শপথ ছিল, কাব্যিক নির্জনতা ছেড়ে যারা পথে প্রান্তরে কারখানায় কাজ করে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কলম হয়ে উঠবে শল্যকারের ছুরি, সমাজের শরীর থেকে বাদ দেবে জড়াগ্রস্থ শিরা, জীবন্ত নবীন শিরায় বইয়ে দেবে সতেজ রক্ত। কথা ছিল এই চিন্তায় নতুন ধারার ছোটগল্পের জন্ম হবে এই দশকে।”^২

মাটিতে শিকড় পুঁতে দিয়ে সীমাহীন আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে দেওয়ার যে অতি প্রাচীন সাহিত্যশৈলী। ভগীরথ মিশ্রের গল্প বলার ভঙ্গি ও একান্ত নিজস্ব মাটি আর আকাশের মেলবন্ধন। বিচিত্র যাপনের অভিজ্ঞতাসঞ্চারিত মৃত্তিকার সারটুকু শোষণ করে তাঁর গল্পকল্পনা গল্পকে নতুন মাত্রা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে ছোটগল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন -

“সাহিত্য বড়ো গল্প বলে যে সব প্রগলভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাকভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চারগুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অতুলিত।”^৩

আসলে ভগীরথ মিশ্রের লেখনীতে আমরা পেয়েছি মাটির টান গ্রাম বাংলার প্রতিটি ধূলিকণা যেন অমৃত হয়ে উঠেছে পাঠক সমাজের কাছে। এই কল্পনা নিছকই আকাশ কুসুম নয়। কাদামাটি, মেঠোজল, কুলি কামিন, মুদ্রাফেরাস, জোতদার - ভাগচাষী, লাঠিয়াল, জমিদার, শোষক-শোষিত শ্রেণী, পুরোহিত, পোড়া মন্দির, রহস্যময় দীঘি, বনকুয়াশা, সবুজ অঙ্ককার আরো বহু কিছু নিংড়ানো একবিশেষ যা বাস্তবতাকে ছাপিয়ে অন্য বাস্তবের জন্ম দিয়েছে। প্রত্যক্ষ সত্য থেকে যা আরো বেশি সত্য। তাই লেখকের জীবন অর্জিত বিপুল অভিজ্ঞতার ভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে বলা যায় জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না। ভগীরথ মিশ্রের শৈশব জীবন, বেড়ে ওঠা গ্রাম বাংলার প্রকৃতি পরিবেশ গল্প সংকলনের মধ্যে নতুনত্বের এক আনন্দ এনেছে।

সত্তরের দশককে বিপ্লবের দশক বলা হলেও শোষণমুক্তি হয় তো পুরোপুরি এই দশকে গড়ে ওঠেনি। তবে গ্রামীণ ব্রাত্য জীবনকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে লেখকের বয়ানে। গ্রামের পঞ্চায়েতি ধ্যান-ধারণা, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রায় যে দিন বদলের পালা এসেছিল তারই প্রভাব ফুটে উঠেছে বিভিন্ন গল্পগুলিতে। সত্তরের উত্থাল পাতাল এই সময়কে গল্পকাররা তুলে ধরছেন গল্পের নানা প্রেক্ষাপটে।

ভগীরথ মিশ্র বলেন তিনি যে গল্পগুলি লিখেছেন তার বারোয়ানা পটভূমি গ্রাম। এর মূল কারণ গ্রামে জন্ম, গ্রামে বেড়ে ওঠা, গ্রামীণ জীবনের চোরা শ্রোতগুলি তাঁর যথেষ্ট চেনা-জানা। তাঁর গল্প ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে থাকে গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতা। গ্রামীণ আভিজাত্যের প্রতিটি গৌরব তুলে ধরেছেন পরতে পরতে। গ্রামীণ আভিজাত্যের আড়ালে আসলে তার সহজ সরল প্রতিমূর্তি অঙ্কন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। একটি সাক্ষাৎকারে ভগীরথ বলেছেন -

“তিনদিকে আদিবাসীদের পাড়া ও দিগন্ত বিস্তৃত শালের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা একটি সামন্ততান্ত্রিক গাঁয়ে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই সুবাদে আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই চারপাশের প্রকৃতি, পশুপাখি, পাখি পাখাল ও মানুষ সবকিছুই নয়ন ভরে দেখেছি। চোখের সামনে ঘটেছে ধারাবাহিক কাহিনী ও ঘটনাপুঞ্জ। সব কিছুকেই খুঁটিয়ে বোঝা হয়তো হয়ে ওঠেনি কিন্তু ওই বয়সে না বুঝলেও বয়স বাড়লে বোঝার জন্য ওগুলো ওই সোনা বাঁধানো, সিন্দুকে জমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। খুব ভেবে চিন্তে সচেতন ভাবে যে তেমনটা করেছি তা কিন্তু নয়। মনের মধ্যে একটা সহজাত কৌতুহল বোধ থাকায় ওই বয়সে সবকিছু আপনা থেকেই ওই সোনা বাঁধানো সিন্দুকে, হয়তো বা মনের অগোচরে জমা পড়েছে তিলে তিলে। এখনো অবধি ওই সিন্দুকটাই আমার কাছে এক মহার্ঘ্য সম্পদ। ওই সিন্দুকটাই আমার যাবতীয় রচনার প্রাথমিক উপাদানের ভাঁড়ার ঘর।”^৪

গল্প শুধু নিছকই গল্প নয় তা হয়ে ওঠে জীবনের বাস্তব দিক। রক্তমাংসের জীবনকে শুধু সংলাপ, মনস্তত্ত্ব আর অনুভূতি দিয়ে ধরা যথেষ্ট নয়। গল্পের ভাষার মধ্যে এক আদিম সারল্য পরিলক্ষিত হয় নানান জট জটিলতা চোরাশ্রোত ঠিক যেন গ্রামীণ জীবনের মতই সরল। ভগীরথ মিশ্র জানান আপাত আভিজাত্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দুরূহ অন্তর্মুখীনতা। তাই চরিত্র ভাষা তাদের হৃদয় বেদনা ফুটিয়ে তুলতে ব্যঞ্জনা অত্যন্ত জরুরী। তাই নানা গ্রহন বর্জন করেন। খাদ থেকে সোনা নিংড়ে আনেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে নিরন্তন কল্পনা যোগে তাকে পুনর্নির্মাণ করে তোলেন। তিনি জানেন অভিজাত আর দরিদ্র দুটি শ্রেণী একই সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অংশ। একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে লিখতে গেলে পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ও চলে আসে। তাই একদিকে গল্পের মধ্যে যেমন আভিজাত্যের রূপরেখা তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তেমনি নিয়ে এসেছেন দরিদ্র মানুষগুলির অভ্যাস, আচরণ, সারল্যের মধুর হাসি। শুধু গল্পের আঙ্গিক বা গ্রাম জীবনের সারল্য নয়, ভাষাগত দিকটিকেও সমান মর্যাদা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেন -

“লেখালেখির মধ্যে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভালোবাসি, করে চলেছিও। তবে সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহিরঙ্গে তেমন নয়, যতটা করতে ভালবাসি গল্পের চরিত্রে মেজাজে। সে পরীক্ষা দীর্ঘ বা হ্রস্ব বাক্য গঠনে নয়, প্যারাগ্রাফের সাজসজ্জায় নয়, দাঁড়ি, কমা, কোলন, হাইফেনর ব্যবহার বিপ্লব ঘটিয়ে নয়...”^৬

ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্পে মাটির ঘ্রাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতি কথা বলে প্রতিটি গল্পে তাই গ্রাম আর শহরের পরিবেশ ভাবনা তাদের মানসিকতা প্রতিটি পরতে পরতে ফুটে ওঠে। জন্মসূত্রে মেদিনীপুরে বড় হওয়া তারপর শৈশব জীবন গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে কেটেছে। গাজন চড়কের মেলা, জোছনা ভেজা পরী পুকুরের মিথ, সদ্য ভাজা জিলিপির গন্ধ, শাল মছয়ার জঙ্গল, মাদলের দ্রিমি দ্রিমি বোল, শহরের কংক্রিট মিশ্রিত হুঁটকাঠ পাথরের মাঝে যে প্রাণ হারিয়েছে সেই গ্রামীন আভিজাত্য গৌরব অটুট রয়েছে তাঁর গল্প কথায়। তিনি বিশ্বাস করেন ভারতবর্ষ এখনো গ্রামে বাস করে গ্রাম তাঁর স্বদেশ গ্রামেই তাঁর শিকড় আসলে শহরগুলি হল গ্রামেরই প্রসারিত রূপ তিনি নিজেই বলেন -

“ভারতবর্ষ আরও বহুদিন গ্রামে বাস করবে এবং সাহিত্যে গ্রামকে উপেক্ষা করলে তা হবে দুঃখহীন পরমান্বের মত বিস্বাদ। গ্রাম এখনো বাঙালিদের কাছে ভাতের মতো সত্যি।”^৬

বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে গ্রামীণ চোরাশ্রোতগুলি যেমন উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি ক্ষয়ীষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে গ্রামগুলি যে নিজস্বতা হারিয়েছে সে কথাও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গ্রামীণ মানুষগুলি তাদের গৌরব রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে যে কোন কিছুই বিনিময়ে। সত্তরের দশকে যেমন অনেক পরিবর্তন গড়ে উঠেছে তেমনি আবার গ্রামীণ পটও পরিবর্তিত হয়েছে। তাই পরিবর্তন হয়েছে গল্পের প্রেক্ষাপটেও তিনি নিজেই বলেছেন-

“আমি আবার আমার উপন্যাসের বাংলাতে কথা, লেখ্য ও উপন্যাসের বাংলা ওই মিলিত গদ্যের সঙ্গে পটভূমি জাত কিছু শব্দ গদ্যকে চটকে মটকে মিশিয়ে দিই। তাতে করে ওটা পটভূমির সৌরভ মাখানো একটি গদ্য হয়ে ওঠে।”^৭

‘বনেদিয়ানা’ গল্পের শরীর থেকে উঠে আসে মাঝাতার আমলের এক সোঁদা গন্ধ। এক কৌতুক ভাব রয়েছে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত। গোটা গল্প জুড়ে চলে লুকোচুরির খেলা। সম্ভাব্য জামাইয়ের সামনে নিজেদের ঘরের চাল উড়ে যাওয়াকে দেওয়া হয় আভিজাত্যের মোড়ক, যা আসলে কিনা ম্লান এক কৌতুকই বটে। কনৌজের ব্রাহ্মণ বংশের হতকৌলিন্যের শূন্য ঢক্কা নিনাদকে অতিক্রম করে, গল্প উত্তীর্ণ হয়েছে। এক স্বাভাবিক ভালোবাসায় তৈরি হয়েছে এক মিষ্টিক বাজনা যার রেশ গল্প শেষের পরেও থেকে যায় গল্পের শুরুতেই আভিজাত্যে নিদর্শন তুলে ধরেছেন গল্পকার এক অভিনব ভঙ্গিতে -

“শ্রেফ মাংস খেইয়েঁ খেইয়েঁ বাড়ির চালটার কি হাল করেছে দ্যাখ। সৌরভের দিকে তাকিয়ে রজনীকান্ত আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে। যেন ওটা ওরই কোন ব্যক্তিগত কৃতিত্ব।”^৮

আসলে গল্প কার বনেদিয়ানার অন্তরালে আভিজাত্যের অহংভাব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গ্রামীণ সাধারণ মানুষ যে আজও সংস্কারের সঙ্গে তাদের আদিমতাকে ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে তা তুলে ধরেছেন। প্রায় বিধ্বস্ত এক মাটির বাড়ি যার খড়ের ছাউনি তো দূরের কথা বাঁশের ফ্রেমটাও উড়ে গেছে যেন রোদ, ঝড়, বৃষ্টির সামনে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। নিজের আভিজাত্যের প্রমাণ দিতে দিতে তার ক্ষীণ কঙ্কালসার চেহারাটা সকলের সামনে উন্মোচিত হয়ে উঠেছে আজ।

আভিজাত্য যে কেবলমাত্র শহরের নয় তা গ্রামের মানুষও আঁকড়ে থাকতে জানে সেই চিত্র এই গল্পে ফুটে ওঠে। পাঠক সমাজের সিংহভাগ যেহেতু শিক্ষিত নাগরিক মানুষ তারা যে গ্রামকে বড় একটা চেনেন এমন বলা চলে না। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র উপভোগ করতে চান ট্যুরিস্টের দৃষ্টিতে। এই সময় দাঁড়িয়ে নাগরিক মানুষের মনোভাব নিয়ে তিনি জানান তারা নিজেদের মনে করে বনেদি আসলে সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িত গ্রামীণ সমাজেও যে

আভিজাত্যের স্বরূপ বর্তমান তা তুলে ধরেছেন লেখক। সুদাম বাগদির কথা মনে পড়ে যায় গল্পের নায়ক সৌরভের এই বনেদিয়ানার নির্দশন দেখতে দেখতে -

“প্রায় আশির ওপর বয়স সুদাম বাগদির কিন্তু এককালে তার শরীরের কি জবরদস্ত বাঁধুনি ছিল সেটা তার হাড়পাঁজরা-সর্বস্ব খাঁচাটা দেখলেই মালুম হয়।”^{১৯}

আসলে শহুরে মানুষ সৌরভ এমন সাদামাটা পরিবেশ দেখে মনে মনে দমে যায়। যদিও ঘটক রজনীকান্ত বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে এককালে এখানেই ছিল বিশাল নাটমন্ডপ, সারাক্ষণ নানা লোকজনের আনাগোনা। পাত্রসায়রের আচার্যদের গড় বলতে নাকি সবাই এক ডাকে চেনে। সৌরভের সামনে তুলে ধরে সাবেক কালের বাস্তব চিত্র এই ঘরের অধিপতি দীননাথ অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে সৌরভ আর রজনীকে। সৌরভ বনেদিয়ানার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারে না দীননাথকে। একদম সাধারণ অবয়বের একটি মানুষ একজোড়া চোখের মনি ধক ধক করে জ্বলছে লেখকের বর্ণনায় -

“পাকাপাকিভাবে নিভে যাবার আগে জ্বলন্ত কাঠ কয়লার টুকরোটির মরিয়া হয়ে ওঠার প্রয়াস।”^{২০}

জীবনের প্রথম বাস্তবতাকে শিল্পীত রূপের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার। সৌরভের জন্য যখন এই মেয়ের সম্বন্ধ আসে তখন নাকটি তুলেছিল সে কারণ তার মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ছিল সৌরভের নাগরিক জীবনের সঙ্গে মেয়েটি মানিয়ে নিতে পারবে কিনা। কারণ শহুরে আভিজাত্যের আর গ্রামীণ বনেদিয়ানার ছিল ব্যাপক পার্থক্য। তবে সৌরভের মার কাছে টাকা পয়সা ধন দৌলত বড় নয় সেখানে আভিজাত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড়। ছেলের দিকে তাকিয়ে নিভাননী বলেন -

“টাকাকড়ি, শহুরেপনা এসব কিছুই লয় খোকা। সবই ঠুনকো, যদি বনেদিয়ানা না থাকে। আর গাঁয়ের মেয়েরা তো আজকাল সব বেপারেই শহরের কান কেইটো দিচ্ছে। বিশেষ করে যদি উ বনেদি ঘরের মেয়া হয়। উয়ারা হইল্যাক পাঁকের পদ্মফুল।”^{২১}

তাদের কথোপকথন থেকে জানতে পারি মেয়ের বাড়ির বনেদিয়ানার সাত পুরুষের একেবারে হাড়ে-মজ্জায় মিশে আছে। সারাটা পথ কনে পক্ষের বনেদিয়ানার গল্প শুনতে শুনতে এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ি ঘরের হাল দেখে বেশ অসন্তুষ্ট হয় সৌরভ। সামান্য ঘরের চালে যাদের খড় জোটে না। তাদের বনেদিয়ানা নিয়ে সংশয় জাগে তার মনের মধ্যে। রজনী ব্যাপারটা বুঝতে পারে তখন বলে ওঠে -

“দ্যাখো, দ্যাখো, স্রেফ মাংস খেইয়েঁ খেইয়েঁ বাড়ির চালটার কী হাল করেছে দ্যাখ।”^{২২}

সৌরভ এসার কথায় কোন মানে খুঁজে পায় না চালের সঙ্গে মাংসের সম্পর্ক বুঝতে পারে না সে। তখন রজনী জানায় আচার্যদের মাংসের আগেকার দিনে জল দেওয়া বারণ ছিল সবটাই তেলে রান্না হত। সেই মাংস খাবার পর তেল ছাড়াতে খড়ের চাল ব্যবহৃত হত। এর মাধ্যমে তাদের আভিজাত্যের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছিল তবে তাদের বনেদিয়ানা বর্তমানে নিছকই কৌতুকপূর্ণ পরিহাসে পরিণত হয়েছে তা তাদের বর্তমান অবস্থা দেখলে সৌরভ সহজে অনুধাবন করতে পারে। যেমন ভাঙাচোরা দালান কোঠা তেমনি সব আসবাবপত্র সাবেক কালের কাঁঠাল কাঠের ভারী তেলচিটে তক্তপোষ, একটা পুরনো চেয়ার তার একখানা হাতল ভাঙ্গা অন্য হাতে সাবেক কালের কারুকর্ম। যা হোক খাওয়া-দাওয়া হয়তো অন্যরকম হবে আশা করেছিল সৌরভ কিন্তু সেখানেও তেমন ভালো কিছু দেখতে পেল না। যে মাংসের জন্য ঘরের চাল উড়ে গেছে। সেই মাংস খেয়ে তেল ছাড়াবার জন্য নিতান্ত সাবান টুকরো যখন সৌরভের প্রয়োজন হয়নি তখন দীননাথ আচার্যের বনেদিয়ানা বেশ কিছুটা ম্রান হয়ে পড়ে।

আলোচ্য গল্পের যে বনেদিয়ানা তুলে ধরা হয়েছে তা আসলে বাস্তবে কৌতুক পূর্ণ কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আভিজাত্যের খোলসে ঢাকা নিতান্ত দৈন্য দশাগ্রস্ত একটি পরিবার একটি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কল্পনা মাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

এত সবকিছু ভাঁড়ামি দেখেও শেষ পর্যন্ত সৌরভ এই বিয়েতে সম্মত হয়। শুধুমাত্র আভিজাত্যের জন্য বা বংশ কৌলিন্যের জন্য নয়। আটপৌরে মেয়েটির সরলতায় সে নিতান্তই মুগ্ধ হয়ে যায়। তাই ফেরার পথে রজনীকে জানায় -

“একসময় দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, মা-কে বলে, বিয়ের দিন পাকা করতে।”^{১০}

আসলে বংশ কৌলিন্য বা আভিজাত্য বড় কথা নয় সবচাইতে বড় হল হৃদয়ের মেলবন্ধন। তাই গল্পে সবকিছু তুচ্ছ করে সেই দিকটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এক সরল মানুষের ভালোবাসার গল্প হয়ে উঠেছে এটি। বিবাহের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মেলবন্ধন। সেখানে বনেদিয়ানা, আভিজাত্য, কৌলিন্য অতি তুচ্ছ ব্যাপার সে কথা লেখক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরেছেন।

আলোচ্য গল্পে লেখক গ্রামীণ আভিজাত্যের অন্তরালে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের ছবি অঙ্কন করেছেন। ভগীরথ মিশ্র জানতেন কাজটা খুব সহজ নয়। গ্রামের মানুষ তার নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস, আচার, পার্বণ, সংস্কার, বিশ্বাসে ভর করে বাঁচেন। নাগরিকতা থেকে তারা অনেক দূরে। তাদের আচার-আচরণ প্রতিক্রিয়া সহজ সরল। এই আপাত সরল গ্রামীণ আভিজাত্যের দন্ডের কাছে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া মানুষগুলি বংশ-মর্যাদার ধারাবাহিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার আশ্রয় প্রচেষ্টা আমাদের মনে করুণার উদয় করে। বাস্তববোধ থেকে অনেক দূরে এদের বিশ্বাস ও মর্যাদা। তাই সব কিছু ধ্বংসের পরেও তুচ্ছতাতুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের আত্মস্মৃতিতাই সারগর্ভ। আসলে বর্তমানে তাদের অবস্থান যে অনেকের থেকে নিচে সে কথা বুঝলেও তাকে স্থান দিতে চাননি নিজের অন্তরে। সেই ভাঙাচোরা জীর্ণ কোঠাবাড়িতে থেকেই পূর্বপুরুষের গুণগান করে চলেছে। বাঙালি জাতির মধ্যে হতাশা, উদ্যমের অভাব, আভিজাত্যের গৌরব তাকে কেবল পিছনে ফেলে দিয়েছে। সে বংশমর্যাদা ধরে রাখতে গিয়ে নিজেকে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলতে চলতে সাধারণ হতদরিদ্র অবস্থায় পৌঁছে গেছে। লেখক আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন যে হত গৌরব যদি পুনরায় উদ্ধার করা না যায় তবে তার কোন মূল্য নেই।

গল্পের অন্যতম চরিত্র দীননাথ আচার্যের মেয়ে সে কথা বুঝলেও পিতার সে ব্যাপারে কোনো ভাবনা নেই। তাই মেয়েটি বাবার ভুলের জন্য একসময় নিজেই এগিয়ে এসে অকপটে সৌরভের কাছে স্বীকার করে।

“আসলে, অতি সাধারণ পরিবার আমরা। খুবই গরীব আপনাদের পরিবারের বউ হওয়ার একেবারেই যোগ্য লই কিন্তু বাবার ওই এক চির কেলে...।”^{১১}

মূলত সৌরভ আর কিছুই নয় নিখাদ এই মেয়েটিকে গ্রহণ করেছে তার অকপট সরলতায় মুগ্ধ হয়ে। গ্রামীণ জীবনযাত্রা তাদের ভালোলাগা, খারাপলাগা, ভাষা, চাল-চলন, কথাবালা, হাঁটা চলার ভঙ্গিটিও নিখুঁত শিল্পীর তুলিতে ঝুঁকিয়ে গল্পকার। যেখানে বংশমর্যাদা এত বড় প্রেক্ষাপট হয়েও তুচ্ছ হয়ে উঠেছে মেয়েটি সাধারণ কিছু কথায়। যার সাথে সাধারণ পাঠক নিজেকে নিজেকে সঙ্গতিবিধান করতে পারেনি গল্পের সাথে। এখানেই তিনি অনন্য হয়ে উঠেছেন সমকালে।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে বলা যায় সময় সচেতন শিল্পী ছিলেন ভগীরথ মিশ্র। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের নির্মম পরিণতির দিকগুলি সচেতন ভাবে ফুটে উঠেছে তা লেখনীতে। জীবনের অলিতে গলিতে ভ্রমণ করে তুলে এনেছেন বাস্তব জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। একশ্রেণীর মানুষ যেখানে পুরনো রক্ষণশীলতা, আভিজাত্য, কৌলিন্যকে আঁকড়ে রাখতে চাই অন্যদিকে নবীন প্রজন্ম সেই প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে নিজেদের জীবনকে নতুন ভাবে ভাবতে চাই। প্রাচীন পন্থাকে অস্বীকার করে নয় তাকে সঙ্গে নিয়েই বাস্তবটাকে বুঝতে শিখেছে এই গল্পের নায়ক নায়িকা তাই একদিকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করেছে গুরুজনের মতামত কে অন্যদিকে তেমনি নিজেদের কথা নিজেরা বলেছে সাবলীলতায়। তাই সবদিক বিচারে ‘বনেদিয়ানা’ গল্পে ফুটে উঠেছে কৌতুকের আড়ালে এক নির্মম সত্য। যা সকল পাঠককে স্তম্ভিত করেছে। এ চিন্তাভাবনা আমাদের নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। এ গল্প থেকে আমরা বনেদিআনার নতুন চিত্র উদ্ভাবন করতে পেরেছি। শুধুমাত্র বংশ কৌলিন্য নয় সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠাই হল আসল বনেদিয়ানা।

Reference:

১. দাশ, উদয়চাঁদ, 'ছোটগল্পের বর্ণালী কথা থেকে শৈলী', পৃষ্ঠা - ১৫৪
২. আচার্য, অনিল, 'সত্তর দশকের ছোটগল্প', অনুষ্টুপ, ১৯৮০
৩. দাশ, শিশির কুমার, 'বাংলা ছোটগল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃষ্ঠা - ৬৩
৪. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, ভূমিকা
৫. আমার গল্প ভাবনার এক দিক, উত্তরাধিকার, ১৯৯৬
৬. কোরক, প্রাকশারদ, ১৪০১
৭. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, ভূমিকা
৮. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, পৃষ্ঠা - ২৫১
৯. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, পৃষ্ঠা - ২৫
১০. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, পৃষ্ঠা - ২৫২
১১. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, পৃষ্ঠা - ২৫৩
১২. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, পৃষ্ঠা - ২৫৫
১৩. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, পৃষ্ঠা - ২৬৩
১৪. মিশ্র, ভগীরথ, 'অচিন পাখি অন্যান্য গল্প', নয়াদিল্লি, NBT ইন্ডিয়া, ২০২৪, পৃষ্ঠা - ২৬২

Bibliography:

- মিশ্র, ভগীরথ, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০
- মিশ্র, ভগীরথ, 'গোয়েন্দা বন্ধুবিহারী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯
- মিশ্র, ভগীরথ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০২
- মিশ্র, ভগীরথ, 'জমজমাট কিশোর গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩
- মিশ্র, ভগীরথ, 'গল্প সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩
- আচার্য, ডঃ দেবেশ কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', আধুনিক যুগ (১৯৫০ থেকে ২০০০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০১০
- মুখোপাধ্যায় সুশোভন, 'প্রাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যে', অন্ত্যজ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৩
- চক্রবর্তী, সুমিতা, 'ছোটগল্পের বিষয় আশয়', পুস্তক বিপণি, কলকাতা,
- ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'ছোটগল্পের সুলুক সন্ধান', দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা ২০১৯
- হোসেন, সোহারা, 'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৪
- ঘোষ, ব্যাসদেব, 'বাংলা ছোটগল্পে বৃত্তিজীবীর সংকট' (১৯৭৮-২০০০), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯
- দাশ, উদয় চাঁদ, 'ছোট গল্পের বর্ণালী কথা থেকে শৈলী', রত্নাবলী, অক্টোবর ২০০৭
- ঘোষ, তপোব্রত, 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, বৈশাখ ১৩৯৭
- বাক্সে, ধীরেন্দ্রনাথ, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ', সন্তোষী প্রিন্টার্স, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৭